টো | কি | ও

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কাজী ইনসান ও রাহমান মনি, *টোকিও থেকে*

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর জাপানের টোকিওতে। সার্বজনীন পূজা কমিটি জাপান এই পূজা উৎসবের আয়োজন করে টোকিওর প্রাণকেন্দ্র Asakusa, Sumida Riverside Hall-এ

সার্বজনীন পূজা কমিটি জাপান এবার দশম বারের মতো পূজা উৎসবের আয়োজন করেছিল। প্রতি বছর একই স্থানে এই পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা বিষয়ে আলাপকালে সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী সুখেন ব্রহ্ম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, সকলের সহযোগিতায় পূজা দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে দায়িত্বও বেড়েছে অনেক এবং পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যয়ভার। তবে ব্যয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ভক্তরা পূজার ব্যয় ভার বহন করে থাকে। ধর্মীয় পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে টোকিও তথা জাপানের হিন্দু সম্প্রদায়, ভক্ত এবং পূজারিগণ গত ৯ অক্টোবর রবিবার দেবীকে অঞ্জলি দিয়েছেন। এদিন ঢাক-ঢোল, কাসর বাজনায় সরব হয়ে ওঠে অস্থায়ী পূজা মন্ডপ।

বাংলাদেশে যেমন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে এবং পূজা উদযাপন পরিষদ যথারীতি লোকনাথ পঞ্জিকা অনুসারেই পূজা উদযাপন করে থাকে। তেমনি জাপানেও সার্বজনীন পূজা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট দিনকে বেছে নেওয়া হয় পূজা উদযাপন করার জন্য। সকাল থেকেই ছুটে আসতে থাকে দূর দুরান্ত থেকে পূজারি ভক্তবৃন্দ, অতিথি, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সর্বস্তরের বাঙালি, জাপানি, ভারতীয়, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশের উৎসাহী নাগরিকবৃন্দ। মাইকে পূজার তাল, গান, ঢাকের বাজনা, লোকের কোলাহল, শিশুদের দৌড়ঝাপ দেখে মনেই হয় না যে জাপানের কোনো স্থানে পূজা হচ্ছে। মনে হয় দেশেই কোনো পূজা মন্ডপে পূজা হচ্ছে।

পূজা উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। এবং বাংলাদেশীরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছে সেখানেই বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে সারা বিশ্বকে জানান দিচ্ছে যে বাঙালি সংস্কৃতি কত পুরনো এবং কত উন্নত। তিনি আরো বলেন, দূতাবাস সব সময় আপনাদের পাশে এবং যে কোনো গঠনমুলক এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে সব সময় সহায়তা দেবে। প্রতিমা দর্শন, অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ ও ভোগ, আরতি অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, শিশুদের বিশেষ অনুষ্ঠান, মহিলাদের সিঁদুর দেওয়া, পারস্পরিক প্রীতি সম্ভাষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলিঙ্গন, প্রণাম এবং সবশেষে বিজয়া দশমীর মিষ্টি মুখ করে শেষ হয় হিন্দু ধর্মের প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসব।

উল্লেখ্য, দুর্গা উৎসবের সময় পবিত্র রমজান মাসের রোজাদারদের জন্য বিশেষ ইফতারের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের এমন মহৎ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই।

টোকিও, জাপান

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

সময় বাড়লো

২০ সেপ্টেম্বর ছিল 'জীবনের গল্প' প্রতিযোগিতার গল্প পাঠাবার শেষ সময়। এই সময়সীমার মধ্যে আমরা বিস্ময়কর সাড়া পেয়েছি প্রবাসীদের কাছ থেকে। এসেছে অসংখ্য গল্প, জীবনের কথা, যন্ত্রণার কথা, সুখ-সাফল্যের কথা... সেই সঙ্গে অনেকেই ফোন ও ই-মেইলে অনুরোধ করেছেন প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানোর জন্য। বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অনুরোধে এ প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানো হলো **২৫ অক্টোবর** পর্যন্ত...

আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা **১০০০**

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক, প্রচারিত হবে **চ্যানেল আই-এ**

নির্বাচিত **৫০টি গল্প** নিয়ে প্রকাশিত হবে **বিশেষ সংখ্যা**

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **প্রচ্ছদ কাহিনী**

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি **বই**

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ **২৫ অক্টোবর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন **গল্প** আর পাঠিয়ে দিন নিচের **ঠিকানায়**

জীবনের গল্প / সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ / ই-মেইল : info@shaptahik2000.com

ই। টা।লি

হুন্ডিচক্রের খপ্পরে...

সেদিন হঠাৎ করেই আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একাউন্ট কোন ব্যাংকে এবং সেখানে কী পরিমাণ ইউরো আছে। বন্ধু আমার বেশ আগ থেকেই হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হলো না তার মতলব। প্রশ্নের উত্তর দিতেই ছোট্ট একটা অনুরোধ করলেন। আমিও অনুরোধের ঢেঁকি গিলে ফেললাম। কারণ আগেই শুনেছি হুন্ডি ব্যবসায়ীরা সব সময় নিজেদের ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করে না। একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বাইরে বেনামে অথবা অন্যের একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করে। এতে ইনকাম ট্যাক্স বা সংশ্লিষ্টদের ঝামেলা এড়ানো যায় সহজে। অর্থ আয় ও লেনদেনের মধ্যে যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে আশু বিপদ সংকেত ঝুলে থাকে সব সময় নাকের ডগায়। আর তাইতো এ পথ খুঁজে নিয়েছে ছোট ছোট হুন্ডি ব্যবসায়ীরা। যাই হোক, বন্ধুকে নিয়ে ব্যাংকে গেলাম। ভাবলাম হোক হুন্ডি, তবু ইউরোগুলো তো আমার দেশে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক হলাম যখন আমার বন্ধু ইউরো প্রাপকের ঠিকানাটা লিখলেন নির্দিষ্ট ফর্মে। সেখানে বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম নেই। তিনি মোটা অঙ্কের ইউরোগুলো পাঠালেন সিঙ্গাপুরের একটা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায়। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইলাম, সিঙ্গাপুরে কেন? বন্ধু ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, এইতো আমাদের ব্যবসা। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাংলাদেশে এদের প্রতিনিধি আছে। প্রেরকের পাঠানো ইউরো বা ডলার মানের টাকা সেখান থেকে দিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ দেশের টাকা দেশেই দেয়া হয়। এখানে এবং দেশে দু'স্থান থেকেই নেয়া হয় সার্ভিস চার্জ। এখান থেকে ইউরোগুলো পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের কাছে। সেখান থেকে একটা মুনাফা জোটে এদের কপালে। এ কাজে গোটা বিশ্বে রয়েছে এদের নেটওয়ার্ক। ছোট থেকে বড়, পর্যায়ক্রমে হাত বদল হতে থাকে ইউরো বা ডলার। শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে ব্যবসায়ীর লেবাসে মাফিয়া চক্র বা আন্তর্জাতিক স্মাগলাররা। এদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুন্নত দেশের ব্যবসায়ী বা অপরাধ জগতের সঙ্গে রয়েছে সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রবাস থেকে পাঠানো ইউরো মানের টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে দেশ থেকে। ইউরোগুলো চলে গেছে ব্যবসায়ীদের (মাফিয়া) হাতে। ব্যবসায়ীরা দেশ থেকে পরিশোধ করা টাকার বিনিময়ে পাঠাচ্ছে বিভিন্ন পণ্য। এসব পণ্যের মধ্যে যন্ত্রাংশসহ নানা ধরনের রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য পণ্য রয়েছে দিনের আলোয়। রাতের অন্ধকারে রয়েছে ভিন্ন দ্রব্য। মাদক ও অস্ত্র। মোট অর্থের সিংহভাগই ব্যবহার হয় রাতের অন্ধকারে।

ইটালির বিভিন্ন শহরে প্রায় ৬৫ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করছেন। তাদের উপার্জিত কী পরিমাণ ইউরো প্রতিদিন হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে যাচ্ছে তা সঠিক হিসাব করে বলা সম্ভব নয়। তবে একটি শহরের বাংলাদেশীদের কাছ থেকে কী পরিমাণ ইউরো হুন্ডি চ্যানেলে যাচ্ছে তার একটা মোটামুটি ধারণা দেয়া যেতে পারে। শহরটিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই চাকরিজীবী। শ'খানেক ব্যবসায়ী এবং কিছু ছাত্র রয়েছে। এদের মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ জন হুন্ডিচক্রের সঙ্গে জড়িত। তারা নিয়মিত হুন্ডি কার্যক্রম চালিয়ে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। সাধারণ বাংলাদেশীরা প্রতিনিয়ত তাদের দ্বারস্থ

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

Happy Ramadhan

e¨wZµ‡gi we‡klgj¨nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

পাংগাস, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল, বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
সাগরপোনা, কাকিলা, গুতুম	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, মটরশুঁটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৬০০-১৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

হচ্ছেন দেশে টাকা পাঠাতে। মাঝেমধ্যে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তবু বাধ্য হচ্ছেন এদের শরণাপন্ন হতে। কারণ বৈধ চ্যানেল ও যোগ্য মানের সেবার অভাব। যারা হুন্ডি চক্রের সঙ্গে জড়িত তাদের কেউ কেউ ছোট ছোট ব্যবসা করছে। ব্যবসার আড়ালে চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা হুন্ডি। সাড়ে তিন হাজার বাংলাদেশীর এ শহর থেকে প্রতি মাসে গড়ে হুন্ডি হচ্ছে প্রায় ৮ থেকে ১০ লাখ ইউরো। মোটা অঙ্কের এ ইউরো প্রবেশ করছে না আমাদের দেশে। বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত করছে প্রতিদিন। দীর্ঘদিন ইটালি থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর কোনো সুব্যবস্থা ছিলো না। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে এখানের ব্যাংকের লেনদেন না থাকায় ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানো ছিলো বেশ ঝামেলাপূর্ণ। ইটালি থেকে সরাসরি বাংলাদেশে টাকা পাঠানো সম্ভব হতো না। অন্য কোনো দেশ হয়ে বাংলাদেশে যেত। এতে সময় ও খরচ দুটোই অপচয় হতো। এ সুযোগে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে গিলে ফেলে হুন্ডি নামের বিষাক্ত অক্টোপাস। বছরখানেক আগে ইটালির রোম মিলানো শহরে জনতা ও ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কার্যক্রম ওই দুটি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া যোগ্য মানের সেবার অভাবে ব্যাংক দুটি প্রবাসীদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্প্রতি ইটালির বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যাংকের লেনদেন শুরু হয়েছে এবং কম খরচে অল্প সময়ে দেশে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। তবে এখান থেকে সময়মতো টাকা দিচ্ছে না। নানা অজুহাতে আটকে রাখছে লম্বা সময়। এ কারণেও অনেকে ব্যাংকিং মাধ্যম এড়িয়ে যাচ্ছেন। এমনটি শুধু ইটালি নয়, পৃথিবীর যেখানেই বাংলাদেশীরা আছেন সেখানকার চিত্র প্রায় অভিন্ন। তবু অনুরোধ করবো সব প্রবাসীকে দেশ ও প্রজন্মের স্বার্থে হুন্ডি মাধ্যম পরিহার করুন। এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

পলাশ রহমান, ইটালি
palash@radiobase.net

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন-
যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

মা।র।বু র্গ

এখানে প্রেম অন্যরকম

শহর, গ্রাম কিংবা অঞ্চল পরিকল্পনা নিয়ে পড়াশোনা না করে যদি এতদিন নারী মনস্তত্ত্ব কিংবা নারীদেহ নিয়ে পড়াশোনা করতাম, তবে নির্ঘাত এতোদিনে এ লাইনে পিএইচডি ডিগ্রিটা হয়ে যেতো। আর আমার আন্ডারে তিনজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্ট কাজ করতো।

কিন্তু ভাগ্যের দোলাচলে বাস্তবে তা ঘটেনি। আর তাই আমার পিএইচডি এখনো দূর আকাশের রঙধনু। কিন্তু প্রবল আগ্রহ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চালিয়ে গেছি স্টকহোমের নারী সমাজ নিয়ে। গ্রীষ্মে আমার ওখানে থাকা হয়নি। কিন্তু শীত আর শরতেই ভরে গিয়েছিল প্রাপ্তির পাল্লা। স্টকহোমের রাস্তায় অজস্র কিশোরী-তরুণীকে দেখেছি তাদের খুব বেশি মাত্রায় আঁটোসাঁটো জিন্সের প্যান্টের পেছনে লেখা 'ডিসিপ্লিন্ড'। কিন্তু বাস্তবতা আমাকে কিছুটা বিভ্রান্তই করেছিল। আরো একবার বিভ্রান্তে পড়েছিলাম ক্লাসমেট অটোসান হান্নার কারণে। তার পরনের টি-শার্টের ওপর লেখা ছিল 'পাম্প ইট আপ'। বড্ড বিচলিত বোধ করেছিলাম আমার কী কর্তব্য-করণীয় সে কথা ভেবে। আমার খুব বেশি প্রিয় এক জুনিয়র যে কি না স্টকহোমের এক জাঁদরেল শিক্ষায়তনে তথ্যপ্রযুক্তিতে পড়বার দুর্দান্ত প্রতাপ দেখিয়েছিল, সে প্রায়ই বলতো, "কী সব ছাইপাশ নিয়ে লেখেন ভাইয়া! নারী সমাজ নিয়ে কিছু লেখেন'! আমার সুহৃদ, প্রবাস জীবনের একমাত্র সারথী-সঙ্গী বিপ্লবী, সে নিজেই ফতোয়া জারি করে বসলো,

'মাইয়া গো দিয়া আমার আর অয় না মামা'। মারজুকের ডায়লগ, সুদূর স্টকহোমেও শুনতে হলো। কিন্তু আমার সুহৃদ যখন তার মেক্সিকান উদ্ধত বক্ষা বান্ধবীকে নিয়ে ইউরোপে আসার প্রথম মাসেই ডিস্কোতে গেলো, হতবিহ্বল চোখে আমার শুধু একটি কথাই মনে হলো, 'তুমি করলে লীলা, আর আমি করলে বিলা'। আরলান্ডায় লাগেজ চেক্ ইনের সময় মনে মনে বললাম, 'জার্মানিতে গিয়ে ভালো হয়ে যাবো। যা করেছি করেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ। আজ থেকে খালি আকাশ আর বাতাস দেখবো।'

সবই ঠিকমতো চলছিল। আমি ভালো হয়ে গেছি। জার্মান সরকারের উছিলায় স্রষ্টা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। বিশাল ঘর, চমৎকার পড়াশোনার সুযোগ, মাস গেলে টাকা। দিনে সাতবার মনে মনে উচ্চারণ করি, 'আমি ভালো হয়ে গেছি'। খালি পড়ালেখা করবো, দেশে বন্ধু-বান্ধবদের মেইল করি, 'মামা, এইবার ধইড়া ফাডাইয়া ফালামু। আর কহনো ফেল করুম না। নো রি-টেক এক্সাম' একটি ফুরফুরে মানসিক অবস্থা। আমি ভালো হয়ে গেছি। এই বিশাল ইউরোপে বিশাল প্রাপ্তি। হঠাৎ বই থেকে মাথা তুলতেই দেখি সামনের বাগানে দুই শ্বেতাঙ্গিনী শতকরা বিরানব্বই দশমিক তিন দুই ভাগ দৈহিক উন্মুক্ততা নিয়ে ভিটামিন 'ডি' খাচ্ছেন। উর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, নিম্নাঙ্গে যৎকিঞ্চিত। 'অপূর্ব, প্রিয় নারী তুমি এতো সুন্দর।' বইপত্রকে দূরে ঠেলে আমি তখন মারবুর্গীয় বিস্ময়কে দেখছি। কোনটা বেশি সুন্দর? তোমার দেহের উচ্ছ্বাসভাঙা বন্ধুর পথ নাকি গ্রীষ্মের স্বর্ণালী আলো? নাকি শরতের শ্বেতশুভ্র কাশফুল? কিছু কল্পনার জাল। উদ্বেল সুখ কল্পনা। আর তখনই চিন্তার ছেদ। অপুষ্টিতে(!!) ভোগা জাপানি তন্বী আছামির আগমন। সে একটি মোবাইল কল করবে। তার মোবাইলে কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই। সে জানে না যে, এই বিপুল আধুনিক দেশে মোবাইল প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকবার ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিছুদিন একাকী এই গ্রীষ্মের মাঝে প্রযুক্তি ছাড়া মন্দ কী!

সময়ের ডিঙ্গি নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি তখনও সেই চেরি গাছটির নিচে। স্টকহোমে আমার সুহৃদকে আবার মেইল করতে হবে। 'মামা, আমি তো ভালো হইয়া গ্যাছিলাম। কারো দিকে কোনো কুনজর দেইনি। কিন্তু কী করুম কও? মাইয়া দুইডা আমারে সূর্য দেহাইয়া ফালাইলো। চোখে ঝাপসা দেখতাছিলাম। বেরেন কাম করতেছিলো না। আমি আবার খারাপ হইয়া গ্যালাম মামা। আমারে মাপ কইরা দিও। ইতি, তোমার গুণধর ভাইগ্যা।'

সালেহ, মারবুর্গ, জার্মানি, iym2021@gmail.com